তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩
০৪ 2002

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

অপহরণের দীর্ঘদিন পরও ২ জন স্কুল ছাত্রছাত্রীকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ অপহরণের দীর্ঘদিন পরেও পুলিশ মধুপুরের স্কুলছাত্রী গঙ্গা রানী দেবনাথ (১৪) ও মির্জাপুরের স্কুলছাত্র পারভেজকে (১২) উদ্ধার করতে এবং অপহরণকারি দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি। আটক করতে পারেনি গোপালপুরের গৃহবধূ ঝুমুরি বেগমের বাড়ি এবং ভাঙচুর ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের। এ ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অপহরণের দীর্ঘ ৫৫ দিন পরেও পুলিশ মধুপুরের স্কুলছাত্রী গঙ্গা রানীকে উদ্ধার করতে পারেনি। ১৪ই জুন সন্ধ্যা রাতে মধুপুরের হাসিল গ্রামের অধিবাসী লক্ষীকান্ত দেবনাথের মেয়েও ব্রাহ্মণবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী গঙ্গা রানীকে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী ইউসুফ-শাহজাহান গং অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনার রাতেই এ ব্যাপারে আসামিদের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়; কিন্তু রহস্যজনক কারণে প্রথম থেকেই পুলিশ অপহৃতাকে উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। এর ফলে ঘটনার ৫৩ দিন পরেও উদ্ধার হয়নি অপহৃতা গঙ্গা রানী এবং গ্রেফতার হয়নি চিহ্নিত অপহরণকারীরা এবং তাদের সহযোগীরাও।

মির্জাপুর থেকে অপহৃত স্কুলছাত্র পারভেজকে (১২) দীর্ঘ ১৯ দিন পরেও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। ২০শে জুলাই মির্জাপুরের পাটদিঘি গ্রামের অধিবাসী সৌদি প্রবাসী আমিনুর রহমানের ছেলে এবং ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র পারভেজকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদল দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনার ব্যাপারে মির্জাপুর থানায় মামলা হলেও পুলিশ এখনও অপহৃতার কোন হদিস পায়নি। ২রা আগস্ট অপহরণকারীরা এক চিঠি মারফত অপহৃত পারভেজের অভিভাবকদের কাছে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। এ দাবি পূরণ না হলে তারা পারভেজকে হত্যা করে লাশ টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। এ চিঠি পাওয়ার পর অপহৃত স্কুলছাত্রের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

গোপালপুরের সন্ত্রাসকবলিত জনপদ ঝাওয়াইলে ২৬শে জুলাই সন্ধ্যায় রতন-দীপক বাহিনীর ১/২০ জনের একদল সন্ত্রাসী মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঝুমুরি বেগম নামে এক গৃহবধূর বাড়িতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা এ বাড়ির বসতঘর ভাঙচুর করে এবং নগদ টাকা, সোনার গহনা, টিভি, রেডিও, টেপরেকর্ডার, কাপড়-চোপড় ও থালাবাসনসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে। সন্ত্রাসীরা এ বাড়ির টিউবওয়েলও তুলে নিয়ে যায়। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব চললেও নিকটবর্তী ডাকুরিবাজার পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ দুর্বৃত্তদের দমনে এগিয়ে আসেনি। গৃহবধূ ঝুমুরী বেগম ঘটনার ব্যাপারে গোপালপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আসামিরা এলাকায়ই দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেফতার বা লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারে রহস্যজনক কারণে কোন উদ্যোগ না নিয়ে নীরব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।